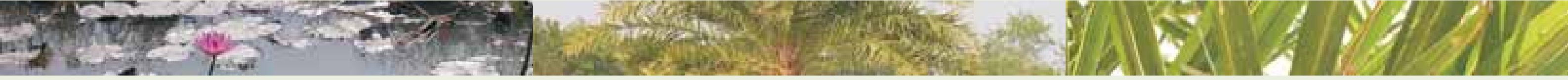

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

নাগরিক সনদ

"সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)" সরকারি মালিকানাধীন স্বআয়ে পরিচালিত অলাভজনক, নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট প্রজেক্ট ফর ওয়াটার সেক্টর পানিং (ইজিআইএস)"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সিইজিআইএস প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সিইজিআইএস এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছেন একজন নির্বাহী পরিচালক। নির্বাহী পরিচালকের ব্যবস্থাপনায় সিইজিআইএস এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সিইজিআইএস এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী দশটি বিভাগ যথাঃ পানি সম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, নদী গঠনপ্রকৃতি, প্রতিবেশ (মাটি, কৃষি, মৎস্য ও পরিবেশ), ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস), উপাত্তভাণ্ডার (ডাটাবেইস) ও তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ, মান উন্নয়ন, এবং ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ রয়েছে।

প্রকল্প হতে প্রতিষ্ঠান

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পরে বন্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপি পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয় এবং এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম পানি খাতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। এখাতের পরিকল্পনায় প্রকল্প পর্যায়ে ব্যাপকভাবে জিআইএস, দূর অনুধাবন (আরএস) প্রযুক্তি ও উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হয়। এরপর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে ইজিআইএস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। উক্ত দুটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এবং ২০০২ সালে সিইজিআইএস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত সহায়তা অব্যাহত থাকে। এভাবে বাংলাদেশ সরকার, ইউএসএআইডি এবং নেদারল্যান্ড সরকার ১২ বৎসর যাবৎ কারিগরি সহায়তা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রচলিত প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

এই বিভাগগুলো মূলত বিভিন্ন বিষয়ে যথা পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য, বনজ সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, মাটি, সমাজিক ও অর্থনীতি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পানির গুণগতমান নির্ণয়, পরিবেশ আইন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। দেশের বৃহৎ বৃহৎ পানি সম্পদ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ) এবং পরিবেশগত পরিবীক্ষণ (এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং) এর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে সিইজিআইএস এর।

অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ)

সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্য ১৩ জন্য সদস্য হলেনঃ

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
২. মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা;
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;
৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর;
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
৬. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
৭. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
৮. চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা;
৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;
১০. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক;
১১. ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক;
১২. আইইউসিএন বাংলাদেশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং
১৩. সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস এর ১৫২ জন জনবল রয়েছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫ জন পারদর্শী কর্মকর্তা (প্রফেশনাল) রয়েছেন। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানি বিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ প্রকৌশল, পানির গুণগতমান, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং, পরিবেশ আইন ইত্যাদি প্রায় ৩০টির বেশি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফ্‌টওয়্যার ও যন্ত্রপাতি। সিইজিআইএস এ কর্মকর্তাবৃন্দের কাজের সুবিধার জন্য ১৫০ টিরও বেশি কম্পিউটার, ৭টি নেটওয়ার্ক সার্ভার, ১৩টি ল্যাপটপ, ৯টি প্রিন্টার, ২টি পটার (৪২ ইঞ্চি চওড়া), ১৫টি স্ক্যানার, ২টি ডিজিপিএস, ২৫টি জিপিএস এবং ১টি টোটাল স্টেশন আছে। সিইজিআইএস এর একটি গ্রন্থাগার আছে এবং এতে ৫০০০ এরও বেশি বই, রিপোর্ট রয়েছে। দেশের বৃহৎ বৃহৎ পানি সম্পদ প্রকল্পের ইআইএ, এসআইএ এবং এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে সিইজিআইএস এর।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা জিআইএস, আরএস, উপগ্রহ চিত্র, আইটি এবং ডাটাবেইস ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বন, পরিবেশ ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশেষণমূলক ফ্রেইমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদী পানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুতকরার জন্য ভূ-তলীয় বিশে-ষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ইহা বৃহৎ উপাত্তভাণ্ডার যেমনঃ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (এনডবিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (আইসিআরডি), মেটাডাটাবেইস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্তভাণ্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

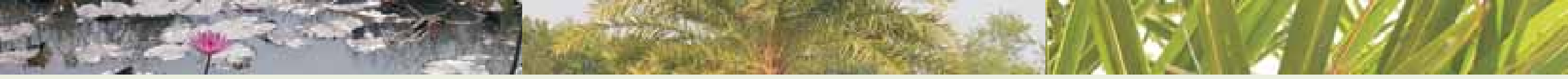

উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড

সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জন্য প্রায় ৪০০ বিভিন্ন রকমের স্তর বিশিষ্ট জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটাবেইস), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভাণ্ডার (ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল রিসোর্সেস ডাটাবেইস) তৈরি করেছে এবং এছাড়া আন্তবেসিন পানি স্থানান্তরের জন্য ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ (ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অফ দ্য প্রোপোসড ইনডিয়ান রিভার লিংকিং প্রজেক্ট ফর ইন্টার বেসিন ওয়াটার ট্রান্সফার) নামক প্রকল্পের পরিবেশ অংশ বাস্তবায়ন করছে পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন উপাত্তভাণ্ডার (ক্লাইমেট চেঞ্জ ডাটাবেইস), মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য মৎস্য উপাত্তভাণ্ডার (ফিশারিজ ডাটাবেইস), ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য ডেমরা সার্কেলের কম্পিউটার ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (কম্পিউটারাইজেশন অভ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-সিএমএলএস), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের জন্য মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদ তথ্য পদ্ধতি (সয়েল এন্ড ল্যান্ড রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম), পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিভাগের জন্য কৃষিজ সম্পদের তথ্য পদ্ধতি (এগ্রিকালচারাল রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম), সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের (কমপ্রিহেনসিফ ডিজাস্টার মেনেজম্যান্ট প্রোগ্রাম) জন্য গোষ্ঠী পর্যায়ে বিপদ মোকাবেলার লক্ষ্যে পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতি (কমিউনিটি হ্যাজার্ড আরলি ওয়ারনিং সিস্টেম), এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য ডিলিমিটেশন টুল তৈরি করেছে

সিইজিআইএস উহার দক্ষ জনবলের সাহায্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গড়াই নদী পুনর্বাসন প্রকল্প (গড়াই রিভার রেস্টোরেশন প্রকল্প), খুলনা-যশোর জেলার নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প এবং আরো কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করেছে বিগত পাঁচ বছরে সিইজিআইএস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা, জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বেসরকারি খাতের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির জন্য প্রায় ১৭০ টি প্রকল্প ও সমীক্ষা সম্পাদন করেছে শুধু মাত্র ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সিইজিআইএস ৪০টি সংস্থাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদান করেছে

কাজের পরিসর

পরিবেশ
• পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ
• পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ
• সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন
• আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন
• নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা
• পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান
জিআইএস ও আরএস
• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ
• ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ
• স্প্যাশাল মডেলিং
• দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ
• প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ
• জিআইএস ও আরএস ল্যাবরেটরি স্থাপন
• জিআইএস ও আরএস ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান
ডাটাবেইস ও আইটি
• ডাটাবেইস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন
• ডাটা রিপোজিটরি তৈরি
• আইটি সমাধান ডিজাইন ও বাস্তবায়ন
• ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন
• উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ
• ডাটাবেইস ও আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

সমন্বিত পরিবেশগত বিশেষণের গুরুত্ব ও সরকারী বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা

আমাদের দেশের সীমিত সম্পদের উৎপাদনশীলতা যাতে ব্যহত না হয় সেজন্য আমাদের অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক হয়ে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে হবে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ আইইই, ইআইএ সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে ইএমপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যায় এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি বিবেচনা করেই পরিবেশসম্মত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধিতে আইইই, ইআইএ ও ইএমপি এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ; রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্তা); সেতু নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিম্নে); রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক); সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে); সার প্রস্তুত (ইউরিয়া/টিএসপি); বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন; বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; পয়ঃবর্জ্য পরিশোধ প-ান্ট নির্মাণ; পানি পরিশোধ পান্ট নির্মাণ; সুয়ারেজ ও পানি সরবরাহ পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান/উত্তোলন/ বিতরণ; ইত্যাদি কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভুক্ত এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ আইইই, ইআইএ সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে ইএমপি বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পরিবেশ আইন অনুযায়ী প্রকল্পের ওউউ, উওঅ, উগচ সম্পাদন করা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনের আশ্রয় নিলে প্রকল্প বাস্তবায়নে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি ট্রাস্ট যা কোনরূপ পক্ষপাতহীন সমীক্ষা সম্পাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরপেক্ষ আইইই, ইআইএ সম্পাদন এবং ইএমপি প্রস্তুতকরে থাকে উলিখিত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিইজিআইএস-এর সেবাগ্রহণ করা যেতে পারে

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)

বাড়ী নং ৬, রাস্তা নং ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

ফোনঃ ৮৮০-২-৮৮২১৫৭০-২, ৮৮০-২-৮৮১৭৬৪৮-৫২,

ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৮২৩১২৮, ৮৮০-২-৮৮৫৫৯৩৫

ওয়েবঃ www.cegisbd.com